২০১৯-এর নির্বাচনের কথা মনে রেখে বিহারের আসন বণ্টন জেডিইউ'র

পাটনা, ২৬ জুন : রাজনৈতিক মহল এখন ২০১৯-এর লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিজেপির জোটসঙ্গী বা বিরোধী দলগুলি সবাই ওই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আসন বণ্টন চায়। ২০১৫ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জনতা দল (সংযুক্ত) ঠিক এভাবেই আসন বণ্টন করেছিল। তার ফলাফলও পেয়েছিল হাতেনাতে। ২৪৩ আসনবিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় ৭১টি আসন পেয়ে নীতীশ কুমারের দল উঠে এসেছিল ক্ষমতার শীর্ষে। এরপরই তারা আরজেডি'র সঙ্গে 'মহাগঠবন্ধন' তৈরি করে। ওই নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৩টি আসন। পরে অবশ্য নীতীশ আরজেডি-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা ছলছুতোয় সরকার ভেঙে দেন। হাত মেলান বিজেপির সঙ্গে। যদিও বিজেপি ও জনতা দল (সংযুক্ত)'র এই জোট তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। কারণ বিহারে একটির পর একটি উপনির্বাচনে জোটের প্রার্থীদের হার স্বীকার করতে হচ্ছে আরজেডি প্রার্থীর কাছে। সম্ভবত এই তত্ত্ব মাথায় রেখেই আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনে আসন বণ্টন চায় জনতা দল (সংযুক্ত)। আরজেডি-র অবশ্য ধারণা, উপনির্বাচনগুলির ফলাফল নীতীশ কুমারের দলের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সময় এলেই বিজেপি নীতীশের দলকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলবে। তেজস্বীর এই ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সফল হবে, তা আগামী দিনগুলি বলবে। তবে নীতীশ কুমার ভেবেচিন্তে লোকসভা নির্বাচনে আসন বণ্টন চান।

৪ দিনের শিশুকন্যাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

গান্ধিনগর, ২৬ জুন : শিশুকন্যার বয়স মাত্র ৪ দিন। আর এই বয়সের শিশুকন্যাকে বার বার ছুরিকাঘাত করে হত্যা করল বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের গান্ধিনগরের কাছে দেহগামের মোতিমাসাং গ্রামে। বাবা বিষ্ণু রাঠোর নাকি ৬টি কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। তাই ষষ্ঠ শিশুকন্যাটি জন্ম নেওয়ার পরই তাকে ছুরিকাঘাত করেন। রাঠোর নাকি আশা করেছিলেন, এবার অন্তত একটি পুত্রসন্তান হবে। কিন্তু পুত্রসন্তান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ রাঠোর স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপরই শিশুকন্যাটিকে ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করেন। তবে তারপরই বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করেন নিষ্ঠুর বাবা। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে যান। বাড়ির লোকের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীদের অনেকেই ঘরের বাইরে চলে এসেছিলেন। রাঠোর পালানোর সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাকে। এরপর ছুরিকাহত শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানিয়েছে তার মাতামহ যশোবন্ত জেঠ সিং। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জরুরি অবস্থা নিয়ে পাঠ্যবইতে আরও অধ্যায় চান জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্ধকার দিক হল জরুরি অবস্থা। তাই পাঠ্য বইতে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে আরও কয়েকটি অধ্যায় সংযোজন করতে চান কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। এর মূল উদ্দেশ্য, নতুন প্রজন্মকে জরুরি অবস্থার অন্ধকারময় দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন করা। বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাভরেকর এদিন তীব্র সমালোচনা করেন জরুরি অবস্থার। প্রসঙ্গত, ২৫জুন ছিল দেশে জরুরি অবস্থা জারির ৪৩ তম বার্ষিকী। ২৫ তারিখ অসুস্থ অবস্থা থেকেই ট্যুইট করে জরুরি অবস্থা জারির জন্য ইন্দিরা গান্ধি হিটলারের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

বিনা যুদ্ধে বিজেপি যে সূচাগ্র প্রমাণ জমিও ছেড়ে দেবে না, জরুরি অবস্থা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান তার প্রমাণ। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি প্রায় নিয়ম করে প্রতিদিন সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বিজেপিও তাঁর পথ অনুসরণ করে কংগ্রেস আমলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে এখন গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরছে। জাভড়েকর এদিন আরও বলেছেন, 'আমাদের পাঠ্যবইগুলিতে জরুরি অবস্থা নিয়ে মাত্র কয়েকটি অধ্যায় আছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আরও তথ্য জানানো প্রয়োজন। এজন্য বিজেপি যে উঠেপড়ে লাগবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী।

জরুরি অবস্থার দিনগুলি স্মরণ করে জাভড়েকর সেই সময়কার জনসংঘ নেতাদের আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, নিজেদের আগ্রহের দ্বারা মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তখন লড়াই করেছিলেন। কংগ্রেসকে এই জরুরি অবস্থা জারির জন্য দায়ী করে জাভড়েকর বলেছেন, বিজেপি দেশের জন্য আগে লড়াই করে, পরে দলের জন্য এবং সবশেষে নিজের জন্য। শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস দলটির আদর্শ হল, 'সেলফ ফার্স্ট, পার্টি নেক্সট অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি লাস্ট।' তিনি কংগ্রেসকে নয়, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে একহাত নিয়ে বলেছেন, সংবাদমাধ্যম ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলার আগে কংগ্রেস সভাপতির উচিত, জরুরি অবস্থার দিনগুলির জন্য ক্ষমা চাওয়া। রাহুল গান্ধি এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের অবাধ ক্ষমতা নিয়ে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর উচিত, কংগ্রেস দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।

বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠান ছাড়াও পরে ট্যুইট করে জাভড়েকর জরুরি অবস্থা সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেন। জরুরি অবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেসব মন্তব্য করেছেন তা রি-ট্যুইট করেন। মোদীর বক্তব্যের উত্তরে রি-ট্যুইট করে তিনি বলেন, জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে অন্ধকার অধ্যায় তৈরি হয়েছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নজরদারি শুরু হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল একটা ভয়ের পরিবেশ।

জাভড়েকরের আরও দাবি, শুধু সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক নেতারা নন, শিল্পীদের স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক,নাট্যকার, অভিনেতাদের কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না এই 'পাওয়ার পলিটিক্সের' দাপটে। অথচ প্রশ্ন তোলা, বিতর্ক সৃষ্টি, নিজের মনোভাব প্রকাশ করা ভারতীয় গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে এই অধিকারগুলি হরণ করা হয়েছিল।

জরুরি অবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি মূল্যবোধের রাজনীতি করে। তাঁর লড়াই অন্য দলের বিরুদ্ধে এই মূল্যবোধকে সঙ্গী করেই। মূল্যবোধকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে রাখে এই দল যা কংগ্রেসে ভাবা যায় না। জরুরি অবস্থার ৪৩ বছর উপলক্ষে বিজেপি অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কংগ্রেসকে সব বিজেপি নেতাই তুলোধোনা করেন। জাভড়েকর ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি মনোজ তিওয়ারি। বিজয় কুমার মালহোত্রা, শ্যাম যাজু, তরুণ চুঘ সহ বহু শীর্ষ নেতা।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছে আরএসএসে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ আসছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে

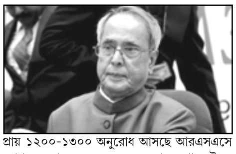

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আরএসএসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে ব্যাপক জলঘোলা হয় কংগ্রেসে। কংগ্রেসের ছোট-বড় প্রায় সব নেতাই তাঁকে আরএসএসের অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি কংগ্রেসের নেত্রী প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠাও ট্যুইট করে বাবাকে আরএসএসের অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কারও অনুরোধই শোনেননি প্রণববাবু। তিনি যোগ দেন আরএসএসের অনুষ্ঠানে। আর এরপর থেকেই তাঁর কাছে আরএসএসে যোগ দেওয়ার জন্য প্রচুর অনুরোধ আসছে।

পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস নেতা বিপ্লব রায়ের দাবি, প্রণববাবু আরএসএসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর এই সংগঠনে যোগ দিতে চেয়ে প্রচুর আবেদনপত্র জমা পড়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৭ জুন নাগপুরে আরএসএসের অনুষ্ঠানে প্রণববাবু যে ভাষণ দেন, তা নিয়ে এইসব মানুষ নাকি রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবীণ আরএসএস নেতার আরও দাবি, ১-৬ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ওয়েবসাইট মারফত আরএসএসে যোগ দিতে চেয়ে ৩৭৮টি অনুরোধ এসেছে। আর ৭ জুন অর্থাৎ যেদিন প্রণব মুখার্জি আরএসএসের শিক্ষা বর্গতে ভাষণ দিলেন, সেদিন ১,৭৭৯টি অনুরোধ এসেছে।

৭ জুনের পর থেকে আরএসএসে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধের ঢল নেমেছে বলেও দাবি করেছেন আরএসএসের এই প্রবীণ নেতা। তাঁর দাবি, প্রতিদিন প্রায় ১২০০-১৩০০ অনুরোধ আসছে আরএসএসে যোগ দেওয়ার জন্য। সবচেয়ে মজার কথা, এইসব অনুরোধের ৪০ শতাংশ আসছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আরএসএসের এই প্রবীণ নেতার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তাঁদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে?

সংঘ নেতা অবশ্য এই প্রশ্নে বলেছেন, প্রণব মুখার্জির জন্য অনেকে আরএসএসে যোগ দিতে আসছেন ঠিকই, তবে তাঁর জন্যই আরএসএসে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বা সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে একথা ঠিক নয়। নিজের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সমাজে সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আরএসএস। তবে তিনি স্বীকার করেন, প্রাক্তন রাষ্টপতির ভাষণের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংগঠনে যোগ দেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে, সেটি একটি কারণ হতে পারে। তাঁর আরও দাবি, আরএসএস পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম করে তার সংগঠন বাড়িয়ে চলেছে।

রাজস্থানের ৫ বারের বিধায়কের বিজেপি থেকে ইস্তফা

জয়পুর, ২৬ জুন : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও পাঁচবারের বিধায়ক ঘনশ্যাম তিওয়ারি ইস্তফা দিলেন বিজেপি থেকে। তিনি নতুন দল গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন। তবে একা নন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর পুত্রও। ছেলেকে নিয়েই তিনি রাজস্থানে যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান। প্রসঙ্গত, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে দলের অনেক সদস্যই ক্ষুব্ধ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল না জিতলে একটি অংশ বিজেপি ছাড়বে বলে জানা গেছে। বিদ্রোহী এই বিজেপি নেতা ঘনশ্যাম তিওয়ারির ছেলে অখিলেশ একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেছে। এই সংগঠনের নাম ভারত বাহিনী পার্টি। তারা লড়াই করতে চায় বিজেপির সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, তিওয়ারি দল ছাড়ায় বিজেপির বড় ক্ষতি হল রাজস্থানে। কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে তিওয়ারি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৭০০০ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়েছিলেন। চলতি বছরে রাজস্থান বিধানসভার নির্বাচনের কথা।

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগেই তৈরি হবে রাম মন্দির, সাধুসন্তদের আশ্বাস যোগীর

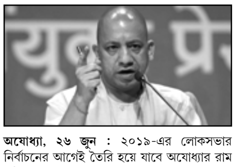

অযোধ্যা, ২৬ জুন : ২০১৯-এর লোকসভার নির্বাচনের আগেই তৈরি হয়ে যাবে অযোধ্যার রাম মন্দির। অন্তত সাধুসন্তদের ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রসঙ্গত, প্রতিটি নির্বাচনের আগেই রাম মন্দির ইস্যুটি যেভাবে খুড়োর কলের মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাতে ক্ষুব্ধ বিভিন্ন আখড়ার মোহন্তরা ও সম্প্রদায়ের সাধুসন্তরা। এদিন অযোধ্যায় সন্ত সম্মেলনে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেছে তাদের সন্তুষ্ট করতে। খোলাখুলিই তিনি সাধুসন্তদের ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে বলেন।

প্রসঙ্গত, আদিত্যনাথের এই আশ্বাসবাণীর আগেই, বিজেপির আর এক নেতা ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ রামবিলাস বেদান্তি বলেন, মন্দির ধ্বংসের জন্য মুঘল সম্রাট বাবরের কাছে কোনও আদালতের নির্দেশ ছিল না। তাই ১৯৯২ সালে যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন, তাদেরও আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। বেদান্তি আরও বলেছেন, একদিন হঠাৎই দেখা যাবে, রামলালার মূর্তি রাম মন্দিরের কেন্দ্রে এসে গেছে। মন্দির তৈরির কাজও হঠাৎই শুরু হয়ে যাবে। কার্যত বেদান্তির সুরে সুর মিলিয়ে যোগী সাধুসন্তদের সম্মেলনে বলেন,রাম মন্দির অবশ্যই তৈরি হবে। তিনি আরও দাবি করেন, 'আমরা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে বাস করি। এই গণতন্ত্রের তিনটি পা হল, বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও আইন বিভাগ। একথা মনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে।' যোগী আরও বলেছেন, এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন পুরুষোত্তম রাম। যখন তাঁর কৃপা হবে, তখনই অযোধ্যার মন্দির তৈরি হবে। সাধুসন্তরা কেন এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন সেই প্রশ্নও তোলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বরং পাল্টা তাদের ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দেন। ইতিমধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও ইঙ্গিত দিয়েছে, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে তাদের আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে চায় তারা। সাধুসন্তদের সঙ্গে আলোচনা করে এই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবে। সুপ্রিম কোর্টে রায়ের জন্য তারা আর তিন-চারমাস অপেক্ষা করবেন।

পুদুচেরির বাহোরে মুলানাথস্বামীর মন্দিরে রথ টানছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কিরণ বেদি ও মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী।

২৭ জুলাই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে মঙ্গল

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ২৭ জুলাই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে মঙ্গল। ২০০৩ সালে ২৭ আগস্টের পর এই প্রথম মঙ্গল পৃথিবীর সবথেকে কাছাকাছি আসছে। নাসার দাবি, ২৭-৩১ জুলাই পর্যন্ত মঙ্গলকে সম্পূর্ণ দেখা যাবে, কারণ এই সময় সূর্যের পুরো আলোই পড়বে মঙ্গলের উপর। আর পৃথিবী থেকে তা পরিষ্কার প্রতিভাত হবে। ৩১ জুলাই মঙ্গল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হবে ৩৫.৮ মিলিয়ন মাইল। মঙ্গল এবং সূর্যের অবস্থান মহাকাশে এর ঠিক বিপরীত স্থানে রয়েছে। তাই সূর্যের পুরো আলোই পাবে মঙ্গল ওই সময়। প্রতি ১৫-১৭বছর পর এভাবেই অবস্থান করে মঙ্গলগ্রহ ও সূর্য। এই সময়টা আসলে মঙ্গলগ্রহে সূর্যকে প্রদক্ষিণের সেই সময়, যখন মঙ্গল সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসছে।

আর যেহেতু মঙ্গল শুক্রের মতোই বাকি গ্রহের থেকে পৃথিবীর অনেকটাই কাছের গ্রহের অন্যতম সেইহেতু ওইদিন পৃথিবী থেকে আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাবে মঙ্গলকে। প্রসঙ্গত, প্রায় ৬০,০০০ বছর পর মঙ্গল পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল। ২০০৩ সালে ২৭ আগস্ট এই ঘটনা ঘটে। নাসার দাবি, যেহেতু পৃথিবী মঙ্গলের থেকে সূর্যের বেশি কাছে, সেইহেতু তার প্রদক্ষিণের সময়ে যথেষ্ট দ্রুত হয়। তাই কখনও কখনও দু'টি গ্রহই পরস্পরের থেকে দূরে চলে যায়। আবার কখনও কখনও প্রতিবেশী গ্রহের খুব কাছে চলে আসে। ২৭ জুলাই সেরকম অবস্থানেই থাকবে দু'টি গ্রহ। মঙ্গল ও পৃথিবীর এই এই সহাবস্থান দেখতে তৈরি হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলি। আগামী মাসের ২৭ জুলাই মহাকাশের এই বিরল দৃশ্য দেখতে পাবেন পৃথিবীর মানুষ। সেদিন সুযোগ না হলে অপেক্ষা করতে হবে আরও ১৫ বছর। পৃথিবী থেকে লাল গ্রহকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখার এমন সুযোগ খুব কমই আসে।

সুষমার উদ্যোগে সহজ হল পাসপোর্ট পাওয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : বৈধ ভিসা পাওয়া অনেক সহজ হল কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের কল্যাণে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মঙ্গলবার পাসপোর্ট সেবা অ্যাক্ট চালু করলেন। এর ফলে আগের তুলনায় পাসপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে গেল।

ভারতীয়দের বিদেশ যাওয়ার জন্য এতদিন পাসপোর্ট জোগাড় অনেকটাই কষ্টকর ছিল। এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগও ছিল। সেই অসুবিধা দূর করায় উদ্যোগী হন বিদেশমন্ত্রী। স্বরাজ এদিন মন্ত্রকের আধিকারিকদের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সারা দেশে বিদেশ মন্ত্রক একাধিক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু করবে। ভারতের যে কোনও জায়গা থেকেই এখন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা যাবে। এছাড়া মোবাইল ফোনে পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করা যাবে। পাসপোর্ট সেবা দিবসে বিদেশ মন্ত্রক এই দু'টি নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলেও জানান বিদেশমন্ত্রী। মন্ত্রী নিজেই এই ঘটনাকে 'পাসপোর্ট রেগুলেশন' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর দাবি, এর ফলে নতুন পাসপোর্ট পাওয়া আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে যাবে। হজে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ যান। তাঁদেরও পাসপোর্ট জোগাড় করা সহজ হবে।

পাসপোর্ট সেবা দিবস উপলক্ষে আধিকারিকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরেই নতুন পাসপোর্ট সেন্টারগুলি কাজ শুরু করেছে। এখন গুয়াহাটিতে একটি পাসপোর্ট সেন্টার খোলা হবে। এই পাসপোর্ট সেন্টার থেকেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বাসিন্দারা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

NOTICE INVITING e- TENDERS

No. DB-TN/PBSD/2018-19/1879 Dated the 25th June, '2018.

The Executive Engineer, Port Blair South Division , APWD, Port Blair invites on behalf of President of India, online Item Rate tenders from the approved and eligible Contractors of the Andaman PWD for following work:-

NIT No.20/EE/PBSD/2018-19. **Name of work**: Repair and Renovation of Goodwill Estate.

SW: - Repair and Renovation of existing Domes and Construction of 01 No. Canteen.

Estimated Cost : ₹ **9,65,121/-,** Earnest Money : ₹**19,302/-,** Period of Completion : **02 (Two) Months** & last time & date of Submission of bid : **05-07-2018 (15:00 hrs)**

The Tender forms and other details can be obtained from the website eproc.andaman.gov.in

2494/18

F. No.MT/4-5/Disposal-(tyres)/ M-bunder/ 2018-19/7005
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF TRANSPORT

Port Blair, dated : 25/06/2018

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited for the sale of unserviceable Stores lying at STS unit Mayabunder as mentioned in the enclosed schedule under Directorate of Transport Department on "as is where is" basis.

The unserviceable stores can be inspected by the bidders on any working day during 9.00 AM to 3.00 PM at STS unit Mayabunder with the permission of Assistant Engineer before the date of opening of the tender. The tender documents containing the terms and conditions, EMD and other details can be obtained from the Cashier, Directorate of Transport, Port Blair on payment of Rs. 200/-(Non Refundable) per set on any working day during 9.00AM to 03.00 PM. Tender documents will be sold upto 03.00 PM on 20/07/2018. The terms and conditions of the tender may also be downloaded from the official website http://eproc.andaman.gov.in of A & N Administration. Such tenders shall accompany Rs. 200/- in the Form of Demand Draft in favour of Accounts Officer (Transport) towards the cost of the documents. The tender should be placed in the tender box kept in the Procurement Section on or before 03 PM on 23/07/2018 and the same will be opened on 23/07/2018 at 03.30 PM in the presence of Tenderers, if any, present at the time of opening of the tender. If the date of opening of tender falls on holiday, the same shall be opened on next working day at the same time.

Sd/-

2502/18 **Assistant Engineer (Tech.)**

আফগানিস্তান ও সিরিয়ার থেকেও মেয়েদের কাছে বেশি বিপজ্জনক ভারত : সমীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ভারত মেয়েদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসেবে চিহ্নিত হল। আমেরিকার থমসন রয়টার ফাউন্ডেশন তাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই দাবি করেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানে রয়েছে আফগানিস্তান ও সিরিয়া। এমনকি সোমালিয়ার মতো দেশও রয়েছে ভারতের অনেক পরে। মেয়েদের কাছে বিপজ্জনক হিসেবে সোমালিয়ার স্থান চতুর্থ, পঞ্চমে রয়েছে সৌদি আরব। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ ও ক্ষমতায়ন দফতরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধির মন্ত্রক অবশ্য এই সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

আমেরিকা সারা বিশ্বের মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসেবে ১০টি দেশের নাম তুলে ধরেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে দু'টি দেশ। মার্কিন এই সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, যৌন হিংসা, নানাবিধ লাঞ্ছনা এবং অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভারত সহ এই দেশগুলি মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। যৌন হিংসা এবং মেয়েদের কার্যত ক্রীতদাসীর মতো শ্রমিকের পরিণত করার জন্য ভারত সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক দেশ মেয়েদের কাছে। এই দেশে মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই বলে দাবি করা হয়েছে মার্কিন সমীক্ষাটিতে। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, ভারতে মেয়েদের জোর করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়, সমাজে অসহায় মেয়েদের পাথর ছোড়া হয়, তাদের উপর অ্যাসিড ছোড়া হয়। এমনকি ২০১২ সালে নির্ভয়া কাণ্ডের পর নতুন আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও ভারতে মেয়েদের বিপদ কমেনি বলে দাবি করা হয়েছে সমীক্ষার রিপোর্টে। ২০১১ সালে যা পরিস্থিতি ছিল,আজও তাই রয়েছে। তাই আফগানিস্তান, কঙ্গো, পাকিস্তান, ভারত ও সোমালিয়া এখনও মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ।

তিন তালাক বিল পাসে সোনিয়া, মমতা ও মায়াবতীর সাহায্য চায় বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : তিন তালাক বিল পাসে সাহায্যের জন্য বিরোধী দলগুলির কাছে আবেদন জানাল বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। প্রসঙ্গত, তিন তালাক বিলটি লোকসভায় পাস হলেও ঝুলে আছে রাজ্যসভায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় কংগ্রেস সহ অন্য দলগুলির সাহায্য প্রয়োজন বিজেপির। সম্ভবত এই কারণেই বিজেপির প্রবীণ নেতা ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, তিন তালাক বিলটিকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। এই বিলটিকে ধর্মের ভিত্তিতে দেখা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, তিন তালাক বিল মেয়েদের কাছে ন্যায়বিচার পাওয়া ও গর্বের বিষয়। আর মেয়েরা যাতে ন্যায়বিচার পান, সেজন্য তিনি সোনিয়া গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়াবতীর কাছে সরকারের সঙ্গে এই বিল পাসে হাত মেলানোর আবেদন করেছেন। মন্ত্রীর মতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং লোকসভায় বিলটি পাসের পরে রাজ্যসভায় সেটি পাস হয়নি। অথচ মহিলাদের ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিলটি এখনই পাস করা উচিত। আগামী ১৮ জুলাই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। ওই অধিবেশনেই তিন তালাক বিলটি পাস করানো তাদের সরকারের অ্যাজেন্ডাগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে।